গভীর রাতে শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং উদ্ধার করলেন উপাচার্য

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

■ শেকৃবি প্রতিনিধি

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) গত শুক্রবার গভীর রাতে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ রয়েছে, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা বারবার ফোন করেও প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর ও ছাত্র পরামর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। তবে ফোন পেয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করেন।

সূত্র জানায়, শুক্রবার রাত ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮২তম ব্যাচের কয়েকজন শিক্ষার্থী ৮৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের ডাইনিংয়ে নিয়ে র‍্যাগিং শুরু করেন। এ সময় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের একজন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শেকৃবির কয়েকজন সদস্যকে খবর দেন। তারা বিষয়টি নিয়ে প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর ও ছাত্র পরামর্শককে একাধিকবার ফোন করলেও কেউ সাড়া দেননি। পরে উপাচার্য ড. আব্দুল লতিফকে ফোন করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর তিনি কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল বাশারকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করেন। যাদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে, তারা ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শেকৃবি শাখার আহ্বায়ক মো. আসাদুল্লাহ বলেন, 'আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রোগ্রামে না গেলে শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের শিকার এবং সিট বাতিলের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ২৩ ব্যাচের কিছু শিক্ষার্থী এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। গতকালও রাত ৪টা পর্যন্ত এমন মিটিং চলেছে। ঘটনা জানতে পেরে আমরা প্রক্টর, প্রভোস্ট ও ছাত্র পরামর্শকদের কল করি। কিন্তু কেউ ফোন ধরেননি। বাধ্য হয়ে উপাচার্যকে ফোন দেই।'

অভিযোগের বিষয়ে শেকৃবি ছাত্রদল সভাপতি আহমেদুল কবির তাপস বলেন, যদি কোনো হেনস্তার ঘটনা ঘটে থাকে, তবে অবশ্যই অভিযুক্তদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। ছাত্রদলের নাম জড়িয়ে যেসব কথা বিভিন্ন জায়গায় প্রচারিত হচ্ছে; যার কোনোটাই সত্য না। ছাত্রদলের কেউ এতে জড়িত ছিল না। ছাত্রদল সবসময়ই এসবের বিরুদ্ধে।

ফোন না ধরার ব্যাপারে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক আশাবুল হক বলেন, রাতে আমাকে একজন ফোন করেছিল। কিন্তু বিকেল থেকে আমি জ্বর-ঠান্ডায় আক্রান্ত থাকায় রাতে ফোন সাইলেন্ট করে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। সকালে উঠে ফোন দেখার পর আমি তাকে আবার ফোন ব্যাক করেছি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ বলেন, 'শিক্ষার্থীরা আমাকে ফোন করে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ জানায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ট্রেজারারকে জানিয়ে দ্রুত বের হয়ে আসি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে গিয়ে দেখি, ২৩ ও ২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা রাত ২টায় মিটিং করছে। আমি তাদের রুমে পাঠিয়ে দিই। এর পর নবাব সিরাজ উদ-দৌলা হলে গিয়ে দেখি, সেখানে কেউ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটি রয়েছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। র‍্যাগিং কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না।'